৩/৮/২০০১

প্রথম আলো

তারিখ .... পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৬....

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক আবাসিক হলের একটি কক্ষের তালা ভাঙছে পুলিশ। ডানে : মুহসীন হলের একটি কক্ষে পুলিশ ও বিডিআরের যৌথ তল্লাশি —প্রথম আলো

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি অবনতির দিকে

হল পরিদর্শন ও তল্লাশিকে প্রায় সবাই প্রতারণামূলক বলেছেন

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক

ছাত্রদলের ডাকে টানা পাঁচ দিনের ধর্মঘটের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি আরো অবনতির দিকে এগিয়ে চলেছে। বিভিন্ন মহলের দাবির মুখে কর্তৃপক্ষ গতকাল বৃহস্পতিবার হলগুলো খালি করে তা অস্ত্রমুক্ত ও বৈধ ছাত্র থাকার জন্য প্রায় পাঁচ ঘণ্টাব্যাপী যে পরিদর্শন এবং তল্লাশি চালিয়েছে ছাত্রদল, ছাত্র ইউনিয়ন, গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্য তাকে প্রতারণামূলক ও প্রহসনের নাটক বলে অভিহিত করেছে। এদিকে আগামীকাল শনিবারের নির্ধারিত পরীক্ষাসমূহ হবে কি হবে না সে বিষয়ে কর্তৃপক্ষ আজ সিদ্ধান্ত জানাবে।

গতকাল সকাল ১০টা থেকে দুপুর আড়াইটা পর্যন্ত শিক্ষক, বিডিআর ও পুলিশ দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১টি হলের প্রতিটি কক্ষে তল্লাশি চালানো হয়। এ সময় সাধারণ ছাত্ররা সীমাহীন দুর্ভোগের শিকার হন। ছাত্রদল গতকাল মধুর কেন্টিনে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় জানিয়েছে, দাবি না মানা পর্যন্ত তাদের ধর্মঘট অব্যাহত থাকবে। অন্যদিকে উপাচার্য অধ্যাপক এ কে আজাদ চৌধুরী হতাশা ব্যক্ত করে বলেছেন, এরপরও যদি তারা কিছু মানতে না চায় তাহলে আমি আর কী করতে পারি।

গতকাল সকাল ১০টা থেকে একযোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১টি হলে ৪০০ বিডিআর ও ৬০০ পুলিশের সমন্বয়ে ৯০টি টিম শিক্ষকদের উপস্থিতিতে হলের প্রতিটি কক্ষে ব্যাপক তল্লাশি শুরু করে। এ সময় অধিকাংশ হলের ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীদের হলের বাইরে অবস্থান করতে দেখা যায়। তল্লাশিকালে পুলিশ সূর্যসেন হলের ৪৬৮ নম্বর কক্ষ থেকে একটি অকেজো বিদেশী রিভলবার ও ৭ রাউন্ড শটগানের গুলি উদ্ধার করে। এ সময় পুলিশ সূর্যসেন হলের ৬০টি কক্ষ তালাবদ্ধ পায় এবং তা ভেঙে সেখানে তল্লাশি শেষে হল কর্তৃপক্ষ নতুন তালা লাগিয়ে দেয়। এছাড়া পুলিশ মুহসীন হলের ২৫টি, ফজলুল হক হলের ৬টি, বঙ্গবন্ধু হলের ২টি, এফ রহমান হলের ১টি তালাবদ্ধ কক্ষ ভেঙে তল্লাশি চালিয়ে নতুন তালা লাগিয়ে দেয়। হলের সাধারণ ছাত্ররা জানিয়েছে, ক্যাম্পাসে উত্তেজনা ও

এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৫

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি

শেষ পৃষ্ঠার পর

লাগাতার ধর্মঘটের কারণে এসব কক্ষের সাধারণ ছাত্ররা কয়েকদিন আগেই বাড়ি চলে গেছে। পুলিশ-বিডিআরের যৌথ তল্লাশি শেষে ১১টি হল থেকে ছাত্রদের নেমে আসতে বলা হয়। এরপর ছাত্ররা তাদের বৈধ পরিচয়পত্র দেখিয়ে হলে প্রবেশ করে।

কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গতকাল থেকে পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত হলগেটগুলোতে শিক্ষক ও পুলিশের উপস্থিতিতে ছাত্রদের পরিচয়পত্র পরীক্ষা করে হলে ঢুকতে দেওয়ার কথা থাকলেও গতকাল বিকেলেই অনেক হলে কড়াকড়ি শিথিল হয়ে যায় বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান। হল সূত্রগুলো জানিয়েছে, তল্লাশির খবর আগে থেকে জানা থাকায় হল নিয়ন্ত্রণকারী ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা নিজেদের অস্ত্রগুলো সরিয়ে রাখে।

এ প্রক্রিয়া শেষে উপাচার্য অধ্যাপক এ কে আজাদ চৌধুরী তার কার্যালয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, এ মুহূর্তে বিশ্ববিদ্যালয় অস্ত্রমুক্ত, তবে পরে কী হবে তা বলতে পারব না। ছাত্রদলের দাবি অনুযায়ী হলগুলোতে ঝটিকা তল্লাশি কেন চালানো হচ্ছে না—এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, অনেক আগেই পুলিশকে যখন প্রয়োজন তখনই কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে হলে তল্লাশি করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। অতএব এ জন্য কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়। পরিদর্শন এবং তল্লাশি অভিযানকে প্রহসন বলে প্রত্যাখান এবং ছাত্রদলের ধর্মঘট চালিয়ে যাওয়া প্রসঙ্গে তিনি বলেন, তল্লাশি করার দায়িত্ব এখন পুলিশের, হলে বৈধ ছাত্রদের তুলে দিতে আমরা বদ্ধপরিকর, তারপরও তাদের এই আচরণ দুঃখজনক। উপাচার্য হলগুলোতে তল্লাশির সময় সাধারণ ছাত্রদের দুর্ভোগের ব্যাপারে দুঃখ প্রকাশ করেন।

এদিকে ঘোষণা দিয়ে পরিদর্শন ও তল্লাশির প্রতিবাদে গতকাল ছাত্রদল ও ছাত্র ইউনিয়ন ক্যাম্পাসে মিছিল সমাবেশ করেছে। মিছিল শেষে কলাভবনের মূল গেটে আয়োজিত সমাবেশে ছাত্রদল সাধারণ সম্পাদক সাহাবুদ্দিন লাল্টু, এ বি এম মোশররফ হোসেন, মনির হোসেন, আসাদুজ্জামান আসাদ প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। তারা বলেন, ছাত্রদলের বৈধ ছেলেদের তুলে না দেওয়া পর্যন্ত তাদের আন্দোলন চলবে। মধুর কেন্টিনে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় ছাত্রদল নেতারা বলেন, ঢাকার বর্তমান ডিসি (সাউথ) এবং এডিসি থাকলে বিশ্ববিদ্যালয়ে নিরপেক্ষ তল্লাশি সম্ভব নয়। তারা বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের জিয়াউর রহমান হলের এক আবাসিক শিক্ষকের বাসায় ছাত্রলীগ কর্মীরা জোর করে অস্ত্র রেখেছে।

ছাত্রলীগ গতকাল ধর্মঘটের প্রতিবাদে মিছিল শেষে ডাকসু ভবনের সামনে সমাবেশ করে। সমাবেশে ছাত্রলীগ সভাপতি বাহাদুর বেপারী ও সাধারণ সম্পাদক অজয় কর খোকন আগামীকাল শনিবার সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের বই-খাতা নিয়ে ক্যাম্পাসে আসার আহ্বান জানান। তারা বলেন, যেসব বহিরাগত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও শিক্ষকদের বাসায় তল্লাশির দাবি জানিয়েছে শনিবার তাদের তল্লাশি করা হবে।

ছাত্র ইউনিয়ন প্রহসনের তল্লাশির প্রতিবাদে আয়োজিত এক সমাবেশে বলেছে, দুই নেত্রীর নাম ভাঙিয়ে অস্ত্র প্রদর্শন করে ক্যাম্পাসকে অচল করার অধিকার কারো নেই। সমাবেশ থেকে আগামী শনিবার এর প্রতিবাদে বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের কাছে স্মারকলিপি প্রদানের কর্মসূচি দেওয়া হয়। সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট ও গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্য গতকাল পৃথক বিবৃতিতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের তল্লাশি ও পরিদর্শনকে সন্ত্রাসী গ্রেপ্তার ও অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারের দাবিকে পাশ কাটিয়ে তাদের আড়াল করার আয়োজন বলে অভিহিত করেছে। গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্য ক্যাম্পাসের পরিবেশ স্বাভাবিক করার দাবিতে আগামী ৬ আগস্ট ক্যাম্পাসে ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক সমাবেশের ঘোষণা দেয়।